এসএসএস বুলেটিন

একটি ত্রৈমাসিক

বর্ষ • ১৪ সংখ্যা • ০৩ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

ব্রাহমা জাতের গরুপালন: স্বাবলম্বনের হাতছানি

৬৪ মেধাবী শিক্ষাবৃত্তি পেল

পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে ৬৪ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রী শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার ৩১ জন এবং জামালপুর জেলার ৩৩ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নগদ ১২ হাজার টাকা করে পেয়েছে। পিকেএসএফ ৬৪ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মোট সাত লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা প্রদান করে।

এসএসএস-এর টাঙ্গাইল-১ জোনের অধীনে ১৬ জন ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ৩১ জুলাই সকালে এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার লায়লা খানম। উপপরিচালক (ঋণ) মো. আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সাধন চন্দ্র গুণ এবং পরিচালক (ঋণ) সন্তোষ চন্দ্র পাল।

৩১ জুলাই টাঙ্গাইল-২ জোনের অধীনে একই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। টাঙ্গাইল-২ জোনের ঘাটাইল শাখায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ১৫ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ১২ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

২১ জুলাই জামালপুর জোনের অধীনে ৩৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রত্যেককে ১২ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। জামালপুরের উন্নয়ন সংঘের হলরুমে এক বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে উক্ত অর্থ বিতরণ করা হয়।

সম্পাদক
আব্দুল হামিদ ভূইয়া

প্রকাশনায়
এসএসএস
এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২১-৬৩১৯৫, ৬৩৬২২
ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd
Website: www.sss-bangladesh.org

কপিরাইট © এসএসএস
প্রিন্টেক প্রেস, নীলক্ষেত, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

সদিচ্ছা ও সমন্বয়হীনতা উন্নয়নের মূলবাধা: উন্নয়নশীল অর্থনীতি প্রেক্ষাপট

আমাদের গ্রামবাংলার কৃষি প্রধান অর্থনীতি অনেক সম্ভাবনা ও সুযোগে ভরপুর। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব এখানে নিবিড়ভাবে বাসা-বাঁধলেও অজস্র সম্ভাবনা ও সুযোগ আমাদের হাতের মুঠোয় থাকে। উন্নয়ন ও সক্ষমতার মূলে সম্পদ (জ্ঞান ও পরিসম্পদ) ও সম্পদের সর্বোচ্চ বিকল্প ব্যবহার, যা আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি করে।

অগভীর দৃষ্টিতে উন্নয়নের মূলবাধা হলো: আগ্রহ, জ্ঞানগত প্রতিবন্ধকতা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির অবাধ হস্তান্তর, মূলধনের সঙ্কট ও সামাজিক প্রেক্ষাপট। তবে মূলধন সরবরাহে দেশের সরকারি-বেসরকারি হাজারো প্রতিষ্ঠান (ক্ষুদ্রঋণ, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান) কাজ করে চলছে। প্রশিক্ষণ ও মানব উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যুব-উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বিআরডিবি এবং বিভিন্ন দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সংস্থা।

অনেক ক্ষেত্রে-ই উদাসীনতা, সমাজিক প্রেক্ষাপট ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা উন্নয়নের মৌলিক সমস্যা। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ--প্রতিটি স্তরে সম্পদ ও সুযোগের যথাযথ ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অঞ্চলভিত্তিক টেকসই ও গণমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে-ই উদাসীনতা, সমাজিক পেক্ষাপট ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা উন্নয়নের মৌলিক সমস্যা। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ--প্রতিটি স্তরে সম্পদ ও সুযোগের যথাযথ ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে।

গ্রামীণ পরিমণ্ডলে কত জমি-জায়গা পড়ে থাকে! সংস্কারবিহীন হাজারো পুকুর, খাল ও বিল বছরের পর বছর পরে থাকে। বাড়ির চারদিকে মাটির ধরনভেদে উপযুক্ত কিছু ফলের গাছ, কিছু দামি কাঠের গাছ লাগানো যায়। আঙ্গিনায় কিছু লেবু, পেঁপে, মরিচের চারা রোপণ করা যায়। স্থাপন করা যায় সবুজ শাকসবজির বাগান, হাঁসমুরগি ও গরুছাগলের ছোট খামার। পুকুর-খাল-বিল সংস্কার করে হতে পারে মাছের চাষ। এমনকি শহুরে জীবনে বাড়ির ছাদে ও বারান্দায়ও গড়ে ওঠতে পারে সবুজ খামার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও যথাযথ সম্মানের সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন করে। এ উপলক্ষে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

মাসব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন উপলক্ষে এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের কক্ষে ১ আগস্ট এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া সংস্থার কেন্দ্রীয় ও মাঠ-পর্যায়ের অফিসসমূহে বঙ্গবন্ধুর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী পালনে গুরুত্বারোপ করেন। এসময় সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দিনটিকে গুরুত্ব দিয়ে আগস্ট মাসব্যাপী এসএসএস-এর সকলস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ কালো ব্যাচ পরিধান করেন। মাসব্যাপী এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়সহ ৩৫৩টি শাখা কার্যালয়ে '১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০১৮, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি' লেখা সম্বলিত ব্যানার টানানো হয়।

৪ আগস্ট, শনিবার, সকাল ১০টায় এসএসএস-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অংশ নেন শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক আব্দুল লতীফ মিয়া, প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক সাধন চন্দ্র গুণ, ঋণ বিভাগের পরিচালক সন্তোষ চন্দ্র পাল, মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক মাহবুবুল হক ভূইয়া, উপপরিচালক মো. মুজিবুর রহমান (নিরীক্ষা), উপপরিচালক মো. কামরুল আহসান (হিসাব), উপপরিচালক স,ম ইয়াহিয়া (ঋণ), উপপরিচালক আমিনুল ইসলাম খান (ঋণ), উপপরিচালক মাজহারুল হক ভূঞা (আইটি ও অটোমেশন), উপপরিচালক আহসান হাবিব (ঋণ), সহকারী পরিচালক মোবারক হোসেন (গবেষণা ও প্রকাশনা), সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শামসুল আরেফীন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফয়সাল আহমেদ, জোনাল ম্যানেজারগণ এবং বেশকিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও কর্মময় জীবনের নানাদিক নিয়ে সভায় আলোচনা করেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে এসএসএস প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল

১৫ আগস্ট এসএসএস-এর পক্ষ হতে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি পৌরউদ্যানে এসে জেলা প্রশাসনের মূল র‍্যালির সাথে যুক্ত হয়। এরপর র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত এসএসএস-এর শাখা কার্যালয়সমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা-উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে যথাযথভাবে বঙ্গবন্ধুর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

১৫ আগস্ট জাতির জনকের জন্য দোয়া ও মোনাজাত করার পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদানে আমরা আজ স্বাধীন হয়েছি। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন শেখ মুজিব থাকবেন। এরপর মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে শাহাদাত বরণ করা পরিবারের সকল সদস্য ও আত্মীয় স্বজনের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক বিশেষ মুনাজাত করা হয়। মিলাদ মাহফিলে এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এসএসএস-এর মাঠ কার্যালয়সমূহে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে গুরুত্বসহকারে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভায় এসএসএস-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এক বা একাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির অধীনে এসএসএস এক বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা। দুটি বিদ্যালয়ের চারশ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিভিন্ন গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

চারশ ছাত্রছাত্রীর মাঝে চারা বিতরণ

এসএসএস-এর বৃক্ষরোপণ অভিযান

পিকেএসএফ-এর সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির অধীনে এসএসএস এক বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করে। ২৩ সেপ্টেম্বর দিনব্যাপী আয়োজিত এই কার্যক্রমের মাধ্যমে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বিন্যাফের উচ্চ বিদ্যালয় এবং এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে চারশ ফলদ ও বনজ চারা বিতরণ করা হয়।

এবারের বৃক্ষরোপণ অভিযানের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, "সবুজে বাঁচি, সবুজে বাঁচাই, নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সাজাই।"

পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় এসএসএস ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় বিন্যাফের উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং একইদিন বিকেল তিনটায় এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে এ বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করে। বৃক্ষরোপণ অভিযানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটির ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিভিন্ন ফলদ ও বনজ গাছের চারা বিতরণের পাশাপাশি বিদ্যালয় আঙ্গিনাতেও গাছের চারা রোপণ করা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহমা জাতের গরুপালন: স্বাবলম্বনের হাতছানি

সূচনা

কৃষি-প্রধান অর্থনীতির প্রাণিসম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এখনো গ্রাম-বাংলার প্রায় প্রতিটি ঘরে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু-পাখি লালন-পালন করা হয়। আমাদের প্রত্যক্ষভাবে প্রায় এককোটি এবং পরোক্ষভাবে ৫০ লক্ষ জনগোষ্ঠী প্রাণিসম্পদ প্রতিপালনে জড়িত (সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩)। দেশের সমগ্রপুষ্টির যোগান এই দেড় কোটি মানুষের হাতে। এদেশে ঘরোয়া পদ্ধতিতে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ গরুপালন পালন করা হয় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬-১৭)। এই পদ্ধতিতে কৃষক-সমাজ বেশি-একটা লাভবান হতে পারেন না। তাই এরজন্য চাই উন্নত ব্যবস্থাপনায় অতি-উৎপাদনশীল জাতের গরু লালনপালন। এরূপ একটি জাতের নাম ব্রাহমা। এই জাতের ষাঁড় স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় এক বছরে কমপক্ষে ১০ মণ ওজন হতে পারে, আর তিনবছরে হতে পারে ৩০ মণ।

জাত সংস্করণ প্রেক্ষাপট

ব্রাহমা জাতের গরু দ্রুত বর্ধনশীল। আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে মানানসই, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। অন্যদিকে দেশি গরুর তুলনায় এর পিছনে ব্যয়ও অনেক কম। কারণ হলো: ব্রাহমা গরু আমাদের এই উপমহাদেশের একটি আদি জাত। আমেরিকার একটি গবেষক দল ১৮৫৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ভারত, বাংলাদেশসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে ২৬৬টি ষাঁড় ও ২২টি গাভী সংগ্রহ করে জাত উন্নয়নের কাজ শুরু করে। এরই একটি রূপান্তরিত জাত হলো ব্রাহমা। বর্তমানে যদিও এটি আমেরিকান জাত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

স্বাধীনতা উত্তর এদেশে দুধের চাহিদা মোকাবেলায় দুধেল গাভীর জাত নিয়ে কাজ শুরু হয়। কিন্তু মাংসের বর্ধনশীল চাহিদা থাকার পরও মাংস উৎপাদনে কোন মানসম্মত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর চিন্তা করতে থাকে। এরপর বিফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প এবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই প্রকল্পটি ২০০৮ সালে পরীক্ষামূলক ব্রাহমা জাতের গরুর ১০ হাজার নমুনা সিমেন (বীজ) আমদানি করে। এরপর বিভিন্ন-পর্যায়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ শেষে আরও ৬০ হাজার বীজ আনা হয়। ৩৭ হাজার বীজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গাভীর মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়। এখান থেকে উৎপন্ন ব্রাহমা জাতে ষাঁড় সাভারের কৃত্রিম প্রজনন ও গবেষণা কেন্দ্রে আনা হয়। বর্তমানে এখান থেকে ব্রাহমা জাতের বীজ বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসরণ করে সমগ্রদেশে সরবরাহ করা হচ্ছে।

উৎপাদনশীলতা ও চাহিদা

সর্বক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো উৎপাদনশীলতা, ব্যয়সাশ্রয় এবং চাহিদা। ব্রাহমা গরুপালন নিঃসন্দেহে এই তিন বিবেচ্য বিষয় পরিপূর্ণ করে। আমাদের দেশি জাতের একটি ষাঁড় তিনবছর পালন করে সর্বোচ্চ ওজন হয় চার থেকে পাঁচ মণ (৪০

কেজিতে একমণ হিসেবে)। একটি ব্রাহমা জাতের ষাঁড় তিন বছরে ওজন হয় ৩০ মণ। দেশি গরুর তুলনায় ব্রাহমা গরুর উৎপাদনশীলতা পাঁচ থেকে ছয়গুণ বেশি। দেশি জাতের গরু মোটাতাজাকরণে যে পরিমাণ ব্যয় হয় ব্রাহমা জাতের গরু পালনে তার চেয়ে কম ব্যয় হয়। কেননা, ব্রাহমা গরু স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক খাদ্য-উপাদান খেতে অভ্যস্ত। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশি বলে চিকিৎসা ব্যয় এবং মৃত্যু হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। শুধুমাত্র উন্নত ব্যবস্থাপনায় দেখভাল করা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করাই এর জন্য যথেষ্ট।

অন্যান্য সময়ের বিচারে বর্তমানে ক্রেতা বা ভোক্তাগণ অনেকাংশে স্বাস্থ্য সচেতন। ভোক্তাগণ বর্তমানে স্বাস্থ্যসম্মত ও প্রকৃত খাদ্য গ্রহণে আগ্রহী। ব্রাহমা গরু মোটাতাজাকরণে কোন ধরনের ঔষধ বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করতে হয় না। প্রকৃতভাবে এই গরু যথেষ্ট পরিমাণ মাংস উৎপাদন করে। আর খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উপকরণ। তাই ব্রাহমা গরুর মাংসে ভেজাল নেই, চর্বিও কম। এরফলে ব্রাহমা গরুর মাংসের চাহিদা দেশি অন্যান্য প্রাণীর মাংসের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশি।

ব্রাহমা গরু আমাদের এই উপমহাদেশের একটি আদি জাত। আমেরিকার একটি গবেষক দল ১৮৫৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ভারত, বাংলাদেশসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে ২৬৬টি ষাঁড় ও ২২টি গাভী সংগ্রহ করে জাত উন্নয়নের কাজ শুরু করে। এরই একটি রূপান্তরিত জাত হলো ব্রাহমা। বর্তমানে যদিও এটি আমেরিকান জাত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

সামগ্রিক বাজার বিশ্লেষণ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একজন মানুষকে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে কর্মক্ষম রাখতে বছরে ৮১ কেজি মাংস খেতে হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষার (২০১৬-১৭) হিসাব অনুযায়ী আমাদের ১৭ কোটি জনসংখ্যার দেশে মাংসের জাতীয় চাহিদা হলো ১৪.৩৫ মিলিয়ন টন। অথচ আমরা উৎপাদন করি মাত্র ৭.১৫ মিলিয়ন টন এবং সামগ্রিক চাহিদার ৫০ শতাংশেরও বেশি ঘাটতি থাকে। চাহিদা পূরণে (মোট চাহিদার) ৪০ শতাংশ মাংস পার্শ্ববর্তীদেশ ভারতসহ বিভিন্ন দেশ হতে আমাদের আমদানি করতে হয়। এই বিবেচনায় ব্রাহমা জাতের গরুপালন বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের সুযোগ ও সম্ভাবনাময়। দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানিরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে এই বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি সকল-পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সহ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এসএসএস-এর লিফ্‌ট প্রকল্পের অধীনে সদস্য-পর্যায়ে ব্রাহমা গরুপালন সম্প্রসারণ কর্মশালার একাংশ

পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা

গরুর মাংস খাওয়া নিয়ে আমাদের দেশে নানান মন্তব্য ও উপদেশ আছে। স্বাস্থ্যের ঝুঁকির কথা চিন্তা করে অনেকের প্রিয় খাবার হওয়া সত্ত্বেও গরুর মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। তবে প্রকৃতপক্ষে গরুর মাংস সুস্বাদু ও পর্যাপ্ত পুষ্টিগুণ-সমৃদ্ধ। আর স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা চিন্তা করলে দেখা যায় প্রায় সব ধরনের খাবার সঠিকমাত্রায় এবং সতর্কতার সাথে গ্রহণ না করলে তা ঝুঁকির কারণ হতে পারে। ঝুঁকি অনেকাংশে নির্ভর করে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং রান্নার কৌশলের ওপর। ব্রাহমা জাতের গরুর মাংস উৎপাদন প্রাকৃতিক ও নির্ভেজাল পদ্ধতি অনুসরণ করে। ফলে এই মাংসে চর্বি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকাংশে কম।

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ব্রাহমা গরুর মাংসে উচ্চমাত্রায় আমিষ রয়েছে। এই ধরনের আমিষে অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়। এই এসিড আমাদের হাড় ও মাংসপেশির জন্য খুবই সহায়ক। ১০০ গ্রাম মাংসে ২২.৬ গ্রাম আমিষ এবং ২.৬ গ্রাম ফ্যাট থাকে। এছাড়াও থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিনারেল: জিংক, আয়রন, সেলেনিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, কপার ইত্যাদি। এই জাতীয় খনিজ আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রাখে, শরীর রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ব্রাহমা গরুর মাংস নিত্যপ্রয়োজনীয় ভিটামিনে ভরপুর। এরমধ্যে ভিটামিন বি১২, বি৬, রিবোফ্ল্যাবিন ও নায়াসিন অন্যতম। আমাদের শরীরে ভিটামিন বি১২-এর গুরুত্ব অনেক। মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় ভিটামিন বি১২-এর বিকল্প নেই। হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের মতে, আমাদের শরীরে প্রত্যহ ২.৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি১২-এর প্রয়োজন। মাত্র তিন আউন্স (৮৫.০৫ গ্রাম) পরিমাণ গরুর মাংস প্রত্যহ গ্রহণ করলে আমরা মিনারেল, ভিটামিন এবং আমিষের অনেকাংশ চাহিদা মিটাতে পারব। ব্রাহমার মাংসে যে পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকে তা খাবারের সাথে গ্রহণ করা হলে আমাদের শরীরে তেমন কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। যারা অতিরিক্ত কোলেস্টেরলের কবলে পড়েছেন এবং যাদের হৃদরোগ বা অন্যান্য জটিল রোগ রয়েছে, তাদের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী গরুর মাংস গ্রহণ করা উচিত। তবে চর্বি ও প্রক্রিয়াজাত গরুর মাংস শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই টাটকা মাংস গ্রহণ করা, চর্বিযুক্ত, বাসি ও প্রক্রিয়াজাত মাংস খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভাল।

এসএসএস-এর উদ্যোগ

এসএসএস প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলছে। গাভীপালন এবং গরু মোটাতাজাকরণের ওপর সংস্থা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। সংস্থার এরূপ একটি প্রকল্প হলো লিফ্‌ট (LIFT: Learning and Innovation Fund to Test New Ideas) প্রকল্প। লিফ্‌ট-এর একটি উপপ্রকল্প হলো: অধিক মাংস উৎপাদনশীল গরুর (ব্রাহমা জাত) জাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প। সংস্থা পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এই প্রকল্পটি আগস্ট ২০১৭ বাস্তবায়ন শুরু করে। আধুনিক পদ্ধতিতে ব্রাহমা জাতের গরুপালন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা এর মূল-লক্ষ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে টাঙ্গাইলের সখিপুর ও কালিহাতি উপজেলায়।

প্রকল্পের কর্মকাণ্ড হলো: প্যারেন্টস্টক খামার স্থাপন, ব্রাহমা ও অধিক উৎপাদনশীল গরুর বীজ (সিমেন) সরবরাহ করা, সদস্য-পর্যায়ে ব্রাহমা জাতের গরুপালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, বেইজ-লাইন সার্ভে, কর্মশালা আয়োজন করা ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত উপজেলা দুটি ছাড়াও সংস্থার কর্মএলাকার অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকগণ ব্রাহমা গরুপালনে অগ্রসর (উদ্যোক্তা) ও সুফলন (কৃষি) ঋণ কর্মসূচির অধীনে প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগীতাও সংস্থা প্রদান করে।

বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন

এসএসএস-এর সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির অধীনে ২৯ জুলাই সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮ টাঙ্গাইল জেলা পর্যায়ের চূড়ান্ত-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের ৮০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। কার্যক্রমটিতে অর্থায়ন করছে পিকেএসএফ।

প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল সদর উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শাহীন আশরাফী। এসময় উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর পরিচালক আব্দুল লতীফ মিয়া (শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন), পরিচালক সাধন চন্দ্র গুণ (প্রশিক্ষণ), পরিচালক সন্তোষ চন্দ্র পাল (ঋণ), সহকারী পরিচালক মোবারক হোসেন (প্রকাশনা), সিনিয়র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক শামসুল আরেফীন (এইচআরডি) প্রমুখ।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীগণ কুইজ, প্রবন্ধ লেখা, উপস্থিত বক্তৃতাসহ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। গড় ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ১০ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। এই ১০ জন প্রতিযোগী ২১ অক্টোবর ২০১৮ ঢাকায় বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন-২০১৮এ অংশগ্রহণ করবে। এরপর বিজয়ীদের মাঝে পদক ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

কিশোর-কিশোরী সম্মেলনের বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে

বিনামূল্যে ২৩২ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান

এসএসএস-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার তিনটি স্থানে নাক, কান, গলা-বিষয়ক চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এসব ক্যাম্পে মোট ২৩২ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।

টাঙ্গাইল: ২২ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চিলাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬৫ জন এবং ২৩ সেপ্টেম্বর দাইন্যা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে ৮৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। এ দুটি ক্যাম্প হতে ২৮ জন রোগীকে উচ্চতর সেবা প্রদানের জন্য রেফার্ড করা হয়।

গাজীপুর: ২৪ সেপ্টেম্বর গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরসাদী ইউনিয়নের উত্তর খলাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাক, কান, গলা বিষয়ে তৃতীয় চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পে মোট ৮২ জন রোগীকে ব্যবস্থাপত্র ও বিভিন্ন রোগ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। ৯ জন রোগীকে উচ্চতর সেবা প্রদানের জন্য রেফার্ড করা হয়।

সকাল ১০টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত তিনটি ক্যাম্পে মোট ২৩২ জন রোগীকে নাক, কান ও গলার বিভিন্ন রোগের ধরন অনুযায়ী পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। ক্যাম্প পরিচালনা করেন ডা. মো. আব্দুল ওয়াদুদ মিয়া। ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী ও উপপরিচালক মুজিবুর রহমান, স্বাস্থ্য কর্মসূচির সহকারী সমন্বয়কারী দিলারা পারভীন এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

নাক, কান ও গলা চিকিৎসা ক্যাম্পের একাংশ

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত

দেশের অন্যান্য জেলার মত টাঙ্গাইলেও আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

এই উপলক্ষে সকাল সাড়ে দশটায় টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে টাঙ্গাইল কোর্ট চত্বর প্রদক্ষিণ করে আবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে এসএসএসসহ জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

এরপর সকাল সাড়ে এগারটায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)-এর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি), জেলা তথ্য অফিসের কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, টাঙ্গাইলে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

সভায় তথ্য অধিকার আইনের ইতিহাস, প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন পাশ, তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ও সুবিধা, উন্নয়নে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা, নাগরিক সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধির এসএসএস পরিদর্শন

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি-দল এসএসএস-এর সিসিএসইসি (CCSEC--Combating Commercial Sexual Exploitation of Children) প্রকল্পের বিভিন্ন দিক ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর পরিদর্শন করে। প্রতিনিধি-দলের সদস্যগণ হলেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মি. পিটার ট্যাস্কার ও জনাব শারফুদ্দিন খান এবং টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডস-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর (বাংলাদেশ) মাহমুদুল কবির।

১৭ সেপ্টেম্বর সকালে প্রতিনিধি-দল টাঙ্গাইল শহরের যৌনপল্লী পরিদর্শন করেন। এরপর তাঁরা ২৭ জন যৌনকর্মীর সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তাঁরা যৌনকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা ও মতামত আগ্রহসহকারে শোনেন। শিশুদের শিক্ষা ও সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সিসিএসইসি প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট মায়েদের কর্মকাণ্ড ও সহযোগিতা বিষয়ে গুরুত্ব পায়। এছাড়াও শিশুদের ইতিবাচক পরিবর্তন, তাদের মায়েদের প্রত্যাশা প্রভৃতি বিষয়েও মতবিনিময় সভায় আলোচনা করা হয়।

এরপর প্রতিনিধি-দল জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও টাঙ্গাইল মডেল থানার শিশু-বান্ধব পুলিশ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি-দল শিশু-কিশোরদের প্রতিরক্ষা, সমস্যা ও আগ্রহ বিষয়ে পৃথকভাবে তাঁদের সাথে আলোচন করে। তাঁরা ছোট বাসাইল উচ্চ বিদ্যালয়, এসএসএস-টিভিইটি ও এসএসএস-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। এরপর প্রতিনিধি-দল এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম পরিদর্শনে যান। হোমের সকল কর্মকাণ্ড পরিদর্শন শেষে তাঁরা সেখানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পেরে প্রতিনিধি-দল সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাইস্কুল পরিদর্শন করছেন

১৮ সেপ্টেম্বর সকালে প্রতিনিধি-দল এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল পরিদর্শন করেন। তাঁরা ছাত্রছাত্রী, সিএলও (CLO—Child Led Organization) কমিটি, কিশোর ক্লাব, হরিজন সম্প্রদায়ের নেতা ও শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এরপর তাঁরা 'গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র' প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং ছয়জন শিক্ষিকার সাথে কথা বলেন। বিকাল সাড়ে তিনটায় প্রতিনিধি-দলের সদস্যগণ সিপিএমসি (CPMC-Child Protection Monitoring Committee)-এর সদস্যগণের সাথে এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়ের কন্‌ফারেন্স কক্ষে একটি সভায় মিলিত হন। সিপিএমসি-এর সভাপতি অ্যাড. আতাউর রহমান খান আজাদসহ কমিটির সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিপিএমসি-এর সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সদস্যগণের দায়িত্ব-কর্তব্য, কর্মকাণ্ড ও সহযোগিতা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। একইদিন প্রতিনিধি-দল এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়ার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

স্বাস্থ্য-পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ

নেম কর্মসূচির স্বাস্থ্য কার্যক্রমের ওপর স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিবিষয়ক এক মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়ে তিন দিনব্যাপী বিষয়ভিত্তিক এই প্রশিক্ষণ ৯-১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে ২৩ জন স্বাস্থ্যকর্মী, দু'জন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট তিনজন সুপারভাইজারসহ মোট ২৮ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সটি উদ্বোধন করেন এসএসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া। এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিচালক সন্তোষ চন্দ্র পাল, উপপরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. মো. আব্দুল ওয়াদুদ মিয়া, সমৃদ্ধি ও নেম প্রকল্পের সমন্বয়কারী উপপরিচালক মো. মুজিবুর রহমান।

প্রশিক্ষণ সহায়ক ছিলেন এসএসএস হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ফারজানা মেহজাবিন স্বর্ণা।

নির্বাহী পরিচালক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য দিচ্ছেন

প্রশিক্ষণ সমাপনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. মো.ওয়াদুদ মিয়া, মেডিকেল অফিসার ফারজানা মেহজাবিন স্বর্ণা ও সহকারী সমন্বয়কারী স্বাস্থ্য দিলারা পারভীন।

চারাবাড়ীতে এসএসএস-এর তিনতলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

চারাবাড়ীতে এসএসএস-এর তিনতলা বিশিষ্ট একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া ৩০ আগস্ট সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন।

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ইউনিয়নের চারাবাড়ীতে নির্মাণাধীন এই ভবনটি বর্তমান চারাবাড়ী শাখা অফিসের উত্তর পাশে এসএসএস-এর নিজস্ব ৪৯ শতাংশ জমির ওপরে অবস্থিত। এটি প্রায় দুহাজার তিনশ বর্গফুটের তিন-তলা ফাউন্ডেশ বিশিষ্ট ভবন। এই মুহূর্তে একতলা পর্যন্ত ভবনটি নির্মাণ করা হবে। ভবনটিতে শাখা অফিস এবং স্টাফদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা থাকবে।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি ও নেম কর্মসূচির সমন্বয়কারী উপপরিচালক মো. মুজিবুর রহমান, সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা) মোবারক হোসেন, সহযোগী কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (নির্মাণ) মো. সাখাওয়াত হোসেন, চারাবাড়ী শাখার ম্যানেজার, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

এসএসএস বুলেটিন

নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছাত্র-অভিভাবকগণের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রদান করেছেন

আসুন সবাই মিলে প্রতিষ্ঠান গড়ি, পরিবারকে সহায়তা করি...আব্দুল হামিদ ভূইয়া

এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্স শুরু তোমাদের প্রচুর পরিশ্রম করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। তোমাদের ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, যোগ্য মানুষ হতে হবে। রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে রাখতে হবে। তোমরা যদি ভাল মানুষ হতে পার, তাহলে তোমাদের পেছনে এসএসএস যে অর্থ ব্যয় করছে তা একদিন স্বার্থক হবে।

এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর চারবছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ক্লাশ শুরু উপলক্ষে আয়োজিত ছাত্র-অভিভাবক শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের উদ্দেশে এ আহবান জানান।

ঢাকা-জামালপুর রোডের পাঁচবিক্রমহাটিতে অবস্থিত এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রমথ ব্যাচ-এর ক্লাশ শুরু উপলক্ষে ১১ আগস্ট শনিবার সকাল নটায় এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগে পাঁচবিক্রমহাটিতে অবস্থিত ইনস্টিটিউটে টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী সৈয়দ ফারুক আহমদ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ক্লাশ শুরুর প্রাক্কালে ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া, পরিচালক (ইসিডিপি) আব্দুল লতীফ মিয়া, ঋণ বিভাগের পরিচালক সন্তোষ চন্দ্র পাল, ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ বীরেশ চন্দ্র পাল ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

নির্বাহী পরিচালক বলেন, এখানে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে যেসব ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে তাদের কাছ থেকে এসএসএস কোনো প্রকার অর্থ গ্রহণ করেনি। আমরা বরং বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ সাশ্রয় করে ছাত্রছাত্রীদের পেছনে ব্যয় করে থাকি। তাই, তোমাদের কাছে আমাদের চাওয়া-পাওয়া একটাই--তোমরা ভালভাবে মানুষ হও, নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা কর, বাবা-মা এবং পরিবারকে সাহায্য কর। সদ্য চালু হওয়া এসএসএস পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এখানে তোমাদের চিকিৎসাসেবা ফ্রি, উচ্চ শিক্ষার জন্যেও এসএসএস উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বিদেশে চাকরির জন্যে যেতে চাইলে সেখানেও এসএসএস আর্থিকভাবে সহায়তা করবে। বিশ্বব্যাপী ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, তোমাদেরকে ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ইংরেজির প্রতি বিশেষ যত্নশীল হতে হবে। কেননা, বিদেশে চাকরি নিয়ে গেলে ইংরেজি ভাষা ছাড়া কোনো উপায় নেই। সবশেষে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সকলের প্রতি এক সার্বজনীন আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আসুন সবাই মিলে প্রতিষ্ঠান গড়ি, পরিবারকে সহায়তা করি'।

শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালক আব্দুল লতীফ মিয়া অনুষ্ঠানে আগত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসএসএস পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল বীরেশ চন্দ্র পাল। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন দেলদুয়ার উপজেলার মো. শাহিনুর রহমান। এছাড়া আরও যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন পরিচালক সন্তোষ চন্দ্র পাল (ঋণ), উপপরিচালক মুজিবুর রহমান (নিরীক্ষা), উপপরিচালক স. ম. ইয়াহিয়া (ঋণ), সহাকারী পরিচালক মোবারক হোসেন (প্রকাশনা), শামসুল আরেফীন (সিনিয়র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক), ফয়সাল আহমদ (কর্মসূচি ব্যবস্থাপক), মো. যোবায়ের (প্রকল্প সমন্বয়ক) প্রমুখ।